১৪ই ফেব্রুয়ারি

২২তম জাতীয় সমাবেশ ২০০১

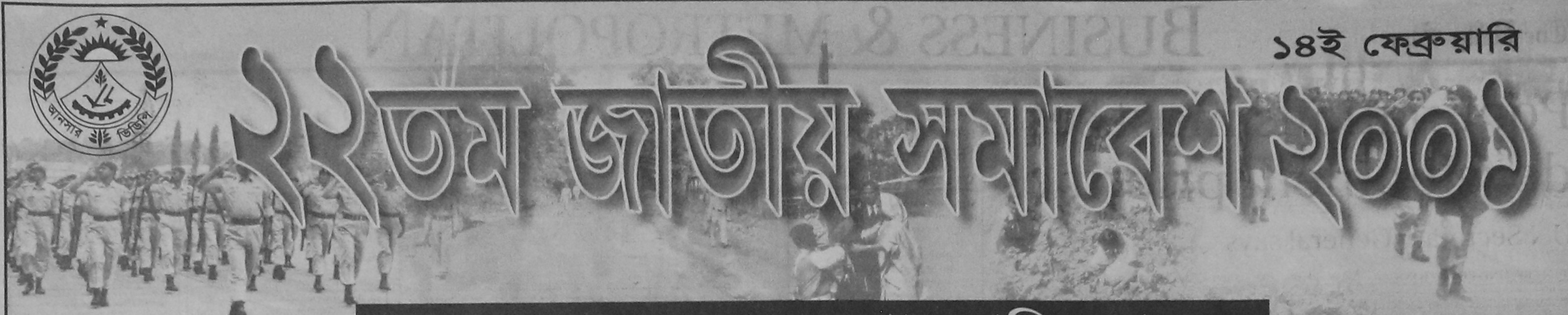

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনা ঃ দি নিউ এ্যাড মিউজিয়াম

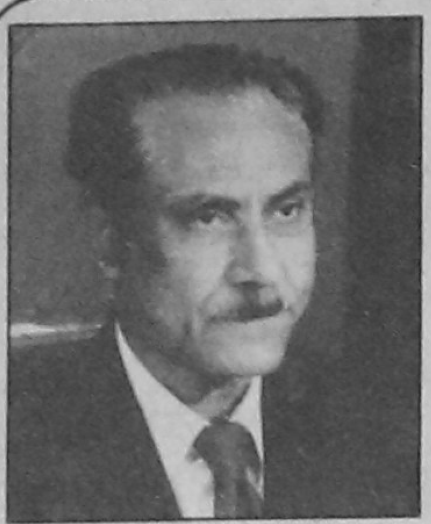

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
০২ ফাল্গুন ১৪০৭
১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০১

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে আমি এ দুই সংগঠনের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।স্বেচ্ছাসেবী সুশৃঙ্খল সংগঠন হিসেবে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের রয়েছে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও সাফল্যের ইতিহাস। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, গ্রামীণ সামাজিক নিরাপত্তা, গ্রামোন্নয়ন, পরিবেশ এবং জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই বাহিনীর সদস্য-সদস্যাদের সাফল্য অনন্য। গ্রামীণ নারী সমাজের উন্নয়নে এই সংগঠনের ভূমিকা প্রশংসনীয়। তাদের প্রশংসনীয় কর্মতৎপরতা মানব সম্পদ উন্নয়ন, গ্রামীণ স্বনির্ভরতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় আরো ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে।

আমি আনসার ও ভিডিপি'র সদস্য-সদস্যাদের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
এবং
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের জাতীয় সমাবেশ ও আনসার ভিডিপি দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আনসার বাহিনী আমাদের দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন। পঞ্চাশ বছরের বেশী সময় ধরে এ বাহিনী আইন-শৃংখলা রক্ষা, দেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং জনসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে এসেছে। ব্যাটালিয়ন আনসাররা পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ও দেশের অন্যান্য স্থানে বিশেষ করে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে সন্ত্রাস দমনে যে সাহসিকতা ও কর্মনিষ্ঠার প্রমাণ রেখেছে তা নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়।

গ্রাম প্রতিরক্ষা দল গ্রামীণ আইন ও শান্তি শৃংখলা রক্ষা, নিজেদের উন্নয়ন এবং সার্বিক গ্রামোন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে এসেছে। জাতীয় স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদের বিভিন্নমূখী কার্যক্রমে জাতি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধ করা, গণশিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পরিকল্পিত পরিবার গঠন, গবাদী পশু ও হাঁস মুরগী পালন, কুটির শিল্প, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, নারী উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন এসব ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃত। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের এই প্রচেষ্টা দিন দিন জোরদার হচ্ছে। আমার বিশ্বাস, এসব ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য আরো উজ্জ্বল হবে।

আনসার ভিডিপি দিবস ও জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্য-সদস্যাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

মোহাম্মদ নাসিম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০২ ফাল্গুন ১৪০৭
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১

বাণী

আনসার ভিডিপি দিবস ও জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে আমি এ সংগঠনের সকল পর্যায়ের সদস্য-সদস্যাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে আনসার বাহিনীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। আমি মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীর আনসার সদস্যদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করি।

সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা প্রদান এবং দেশ গঠনমূলক কাজে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রামের পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়ন, গণশিক্ষা, পরিকল্পিত পরিবার গঠন, নারী মুক্তি ও কল্যাণ এসব ক্ষেত্রে এ সংগঠনের বলিষ্ঠ ভূমিকার আমি প্রশংসা করি। মানুষের সেবায় এ সংগঠনের দীর্ঘ ঐতিহ্য অন্যদের অনুপ্রাণিত করে। আমার বিশ্বাস এ সংগঠন দিন দিন আরো সুসংগঠিত, সক্রিয় ও কর্মতৎপর হবে এবং গ্রামীণ জনগণের মধ্যে উন্নয়নের এক নবতর আন্দোলনের সূচনা করবে।

আমি আনসার ভিডিপি-র সার্বিক উন্নতি ও সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

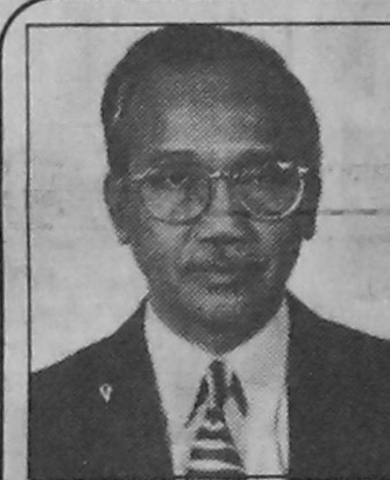

সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আনসার ও ভিডিপি দিবস এবং জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে এ সংগঠনের সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল একটি সুশৃংখল সংগঠন হিসেবে সুপরিচিত। এর সাফল্যের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে আনসার বাহিনীর উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। দেশের আইন শৃংখলা রক্ষায় এ সংগঠন প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে। গ্রাম প্রতিরক্ষা দল গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ অবদান রাখছে। তাদের নিজেদের ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের অবস্থার উন্নয়ন, গণশিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ, উন্নত চুল্লির ব্যবহার, পরিবার পরিকল্পনা, নারী সচেতনতা, উন্নয়ন ও জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে এ সংগঠনের সাফল্য প্রশংসনীয়। আমার বিশ্বাস, এ সংগঠনের কার্যক্রম আরো জোরদার করা হলে এর সদস্যরা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। আমি আশা করি, এ সংগঠনের সকল পর্যায়ের কর্মীরা সে লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাবেন।

আমি আনসার ও ভিডিপি'র সকল নারী ও পুরুষ সদস্যদের সার্বিক উন্নতি ও সাফল্য কামনা করি।

এম এম রেজা

আনসার ভিডিপি ঃ ২০০০ সাল

ভূমিকা ঃ

আনসার ভিডিপি বাংলাদেশ সরকারের সর্ববৃহৎ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে রয়েছে এ সংগঠনের সদস্য-সদস্যা। দেশের আইন-শৃংখলা রক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ সংগঠনের ভূমিকা ক্রমশঃ ব্যপ্তি লাভ করছে। একটি প্রশিক্ষণধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এ সংগঠন অধিক মাত্রায় পরিচিত। এ সংগঠন মূলতঃ নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্যমে দেশের মানব সম্পদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। আর এসব অবদানের স্বিকৃতিস্বরূপ বর্তমান সরকার আনসার-ভিডিপি সংগঠনকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে।

২০০০ সাল ছিল এ সংগঠনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। এ বৎসরেই এ সংগঠনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এসব গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির কিছু বিষয়াদি এ প্রতিবেদনে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

প্রশাসন সংক্রান্ত ঃ

ক। উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তাদের পদায়নঃ

১৯৭৮ সালে থানা আনসার কর্মকর্তা পদটিকে তৃতীয় শ্রেণীর মর্যাদায় সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে আনসার এবং ভিডিপি সংগঠন দুটিকে একীভূত করার ফলে উল্লিখিত পদটিকে উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা হিসাবে নামকরণ করা হয়। ফলে উপজেলা পর্যায়ে এ সংগঠনের কর্মকান্ড ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। একই সাথে উক্ত পদটিকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করার যৌক্তিকতা দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৯০ সালে উল্লিখিত পদটিকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীতকরণের ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু দীর্ঘ ১০ বৎসরেও উক্ত ঘোষণার বাস্তবায়ন হয়নি। বর্তমান সরকারের সদাশয় সিদ্ধান্তের ফলে ৪৫০ জন উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদায় উন্নীত করে প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। বর্তমানে এ পদে কর্মরত কর্মকর্তাগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন।

খ। ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকুরী স্থায়ীকরণ ঃ

দেশের আভ্যন্তরিন আইন শৃংখলা রক্ষায় আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর স্বল্পতাহেতু এসব বাহিনীকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮০ সালে ব্যাটালিয়ন আনসার গঠন করা হয়। সম্পূর্ণ অস্থায়ী এবং দৈনিক ভাতার ভিত্তিতে এসব ব্যাটালিয়ন আনসারগণ পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে সেনাবাহিনী, বিডিআর এবং পুলিশ বাহিনীকে সক্রিয় সহযোগীতা প্রদান করে যাচ্ছে। চাকুরী স্থায়ীকরণ না হবার ফলে অন্যান্য বাহিনীর সাথে একই দায়িত্ব কর্তব্য পালন করা স্বত্ত্বেও ব্যাটালিয়ন আনসারগণের সুযোগ সুবিধা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকুরী স্থায়ীকরণের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৫ সালের ব্যাটালিয়ন আনসার আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী পাশ করে জাতীয় সংসদ। এ সংশোধনীর ফলে ১৫ বৎসর এবং তদূর্ধ্ব চাকুরীরত ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকুরী স্থায়ীকরণ সম্ভব হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ২৬৪১ জন ব্যাটালিয়ন আনসারকে তাদের স্বপদে স্থায়ীকরণ প্রক্রিয়া বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

গ। উপজেলা প্রশিক্ষিকা ও মহিলা আনসারদের উৎসব ভাতা ঃ

উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে মহিলাদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে এ সংগঠনে ১১১২ জন উপজেলা প্রশিক্ষিকা ও মহিলা আনসার কর্মরত আছেন। এসব উপজেলা প্রশিক্ষিকা এবং মহিলা আনসারগণ উৎসব ভাতা প্রাপ্য ছিলেন না। বর্তমান সরকার বিষয়টি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে ২০০০ সাল হতে বাৎসরিক দুইটি উৎসব ভাতা মঞ্জুর করেছেন।

ঘ। আনসার ভিডিপি কো-অপারেটিভ সোসাইটি (আভিকো) ঃ

আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সদস্য-সদস্যাদের কল্যাণে সরকার ২০০০ সালে আনসার ভিডিপি কো-অপারেটিভ সোসাইটি (আভিকো) গঠন করেছে। এ কো-অপারেটিভ সোসাইটি সরকার থেকে সম্ভব সব সহায়তা পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই সমিতি এ সংগঠনের সর্বস্তরের সদস্যদের জন্য কল্যাণকর ভূমিকা রাখবে।

ঙ। আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ঃ

ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক সংগঠনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে ৪০টি প্রকল্পে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে থাকে। ব্যাংকের মূলধন ২০০০ সালে ১০ কোটি ৮৫ লক্ষ তে উন্নীত হয়েছে। ব্যাংকের ঋণ আদায়ের পরিমাণ শতকরা ৯৮ ভাগ এর উপর। বর্তমানে সারা দেশে এ ব্যাংকের ৭৬ টি শাখা চালু রয়েছে।

চ। আনসার ফ্লাওয়ার মিল ঃ

আনসার সংগঠনের কর্মকর্তা-কমচারীদের কল্যাণে ১৯৬৩ সালে স্থাপিত খুলনাস্থ আনসার ফ্লাওয়ার মিলটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠালগ্নের পর মিলটি সংগঠনের একটি লাভ জনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিতি লাভ করলেও ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং পরবর্তী সময়ে নানা জটিলতার কারণে মিলটির উৎপাদন এবং প্রায় সন্তোষজনক ছিল না। দীর্ঘ দিন পর ১৯৯৫ সালে মিলটির প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা হয়। বর্তমানে মিলটি একটি লাভ জনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এর উৎপাদিত পণ্য জনসাধারণের নিকট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালে মিলটি যথাক্রমে ২৭,১১,৮৬৪.০০ টাকা এবং ২৪,৬১,৩২৯.০০ টাকা নীট মুনাফা অর্জন করেছে। এ লভ্যাংশ থেকে ৮ লক্ষ টাকা মহাপরিচালকের রিলিফ ফান্ডে এবং ২০০০ সালে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা সংগঠনের কর্মচারী এবং আনসারদের চিকিৎসা খরচ এবং অনুদান হিসাবে প্রদান করা হয়েছে।

ছ। ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ঃ

২০০০ সালে কাজের বিনিময় খাদ্য প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ এবং চাঁদপুরে দুটি প্রশিক্ষণ মাঠ তৈরী করা হয়েছে। একই প্রকল্পের অধীন আনসার ভিডিপি একাডেমীর ফায়ারিং রেঞ্জ এবং খেলার মাঠের সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সংগঠনের নিজস্ব হতবিল হতে একাডেমীতে অবস্থিত দুটি অফিসার্স মেসের সংস্কার সাধন ছাড়াও রাঙ্গামাটি চট্টগ্রাম এবং সিলেটে তিনটি রেষ্ট হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকাতে সংগঠনের কোন অফিসার্স মেস না থাকায় বিভিন্ন সময় ঢাকার বাইরে থেকে আগত কর্মকর্তাগণের আবাসন সমস্যা দূরকরার লক্ষ্যে একটি বেসরকারী বাড়ী ভাড়া করা হয়েছে।

জ। হাসপাতাল নির্মাণ ঃ

আনসার ও ভিডিপি সংগঠনের রয়েছে প্রায় ৪৬ লক্ষ সদস্য-সদস্যা। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনসার-ভিডিপি সংগঠনের জন্য একটি ১০০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের ঘোষণা দেন। প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে বর্তমানে হাসপাতালের নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। এই হাসপাতালে সংগঠনের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সদস্য-সদস্যাগণ সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার সুযোগ লাভ করবে।

কল্যাণ ঃ

বিশাল এই সংগঠনের কর্মকর্তা কর্মচারী এবং সদস্য-সদস্যাদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন সময় সরকারী এবং নিজস্ব তহবিল হতে সাহায্য সহযোগীতা প্রদান করা হয়েছে। গত ১৯৯৯-২০০০ সালে আনসার ও ভিডিপি কল্যাণ তহবিল থেকে যথাক্রমে ৫৭,৫৪,৯০৬.০০ এবং ৩৫,২৭,৪০০.০০ টাকা আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে পুরস্কার, বিশেষ সাহায্য প্রদান করা হয়। এসময় ৪৪৬ টি নিহত ও পঙ্গু আনসার পরিবার এবং ৩৫৬ টি ভিডিপি পরিবারকে মাসিক ভাতা প্রদান করা হয়েছে এছাড়াও সংগঠনের নিজস্ব তহবিল হতে অকাল মৃত্যু, চিকিৎসা ও আর্থিক অনটনের কারণে কর্মকর্তা কর্মচারী ও সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে সর্বমোট ১৮,৭২,১৪৮.০০ টাকা সাহায্য হিসাবে বিতরণ করা হয়।

অপারেশন সংক্রান্ত ঃ

২০০০ সাল সংগঠনের অপারেশন কার্যক্রম ছিল সার্বিক অর্থে গুরুত্ববহ। এবছর ১৫টি ব্যাটালিয়নের ৬০৬০ জন আনসার পার্বত্য অঞ্চলে সেনাবাহিনীর সাথে কাজে নিয়োজিত ছিল। তারা এ অঞ্চলে শান্তি রক্ষার প্রয়াসে সেনাবাহিনীর সাথে নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় ৬০০ জন বিশেষ আনসার এবং ৭৮৮৭ জন হিল ভিডিপি এবছর কর্মরত ছিল। তাদের তৎপরতা সবার প্রশংসা পেয়েছে।

দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধের পরিচালিত বিশেষ অভিযানের শুরু থেকেই ব্যাটালিয়ন আনসারগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। এই বিশেষ অভিযানে ১৩২টি পুলিশ ক্যাম্পের প্রতিটিতে ২০ জন ব্যাটালিয়ন আনসার এবং ২ জন পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তারা সাহসিকাতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকায় ৮৬১ জন ব্যাটালিয়ন আনসার পুলিশের সাথে দায়িত্ব পালন করছে।

সম্পদ ও জানমালের নিরাপত্তা রক্ষায় এবছর সারাদেশে ১৮,১৬২ জন অংগীভূত আনসার কর্মরত আছে। তারা বিমান বন্দর, সমুদ্র ও নৌবন্দর, কলকারখানা, গুরুত্বপূর্ণ স্থান, নৈশকোচ ও বিভিন্ন স্থাপনায় নিরাপত্তা ও হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব পালন করছে। সর্বত্রই তাদের কর্মদক্ষতা ছিল প্রশংসনীয়। এছাড়া সারা দেশে দু'লক্ষ সাধারণ আনসার স্বেচ্ছাভিত্তিতে আইন শৃংখলা রক্ষা এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। একই সাথে গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের প্রায় তেতাল্লিশ লক্ষাধিক সদস্য-সদস্যা গ্রামীণ আইন শৃংখলা ও শান্তি রক্ষা এবং নিজেদের উন্নয়ন ও সার্বিক গ্রামোন্নয়নের তৎপর ছিল।

প্রায় ২৩ লক্ষাধিক মহিলা সদস্যের এ সংগঠনে নারী উন্নয়নের উপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করে থাকে। এ বৎসর এ সংগঠন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে নিষ্ঠার সাথে কাজ করছে। এগুলো হচ্ছে-

(১) এ্যাডভোকেসি অন রিপ্রোডাকটিভ হেল্থ এন্ড জেন্ডার ইস্যু-ইউএনফিএ-এর সাহায্য পুষ্ট এ প্রকল্পের মাধ্যমে সদস্য-সদস্যাদের নারী-পুরুষ সমতা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়।

(২) পলিসি লিডারশীপ এন্ড এ্যাডভোকেসি ফর জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি (প্লাজ) ইউএনডিপি এর সাহায্যপুষ্ট এ প্রকল্পের মাধমে নারীর ক্ষমতায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নারীর ক্ষমাতায়নে এ সংগঠনের সাফল্য হিসাবে গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সরাসরি চেয়ারম্যান/মেম্বার নির্বাচিত সংগঠনের ৮৪৬ জন মহিলা সদস্যাকে এক সংবর্ধনা দেয়া হয়।

সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবী সদস্য-সদস্যারা সারাবছর দেশের নানা উন্নয়নমুখী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে গণশিক্ষা সম্প্রসারণে ১,৮৫,০৭৪ জনকে সাক্ষরকরণ, ১৬,২৮৪ জনকে পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী পদ্ধতির আওতাকরণ, ১৭,৭৩,০৭৪ টি বৃক্ষরোপণ, ২৬,৯৫৪ টি উন্নত চুল্লি নির্মাণ ও ব্যবহার, ৬৬,৫৭৭ টি স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণ, নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন এবং নানাধরণের সেবামুখী কর্মকান্ড বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঃ

এবছর সরকারের দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় এ সংগঠনের কয়েকশত সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে যারা দূর্যোগকালে যথেষ্ট সেবা দিতে সক্ষম হবে।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ঃ

মানব সম্পদ উন্নয়ন এ সংগঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণের উপর সংগঠন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। সদস্য-সদস্যাদের দু'ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মূলতঃ নিরপত্তা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৌলিক ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সদস্য-সদস্যাদের আত্ম নির্ভর হতে সহায়তা প্রদান করা হয়। ১৫ টি পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ মূলতঃ সদস্য-সদস্যাদের আগ্রহের বিষয়ের উপর প্রদান করা হয় যাতে তারা সে পেশায় কর্মসংস্থান করতে পারে। ১৯৯৯-২০০০ সালে প্রায় দুইলক্ষ ৩০ হাজার সদস্য-সদস্যাকে মৌলিক এবং প্রায় ২৭ হাজার সদস্য-সদস্যাকে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের পর প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থানে সহায়তার জন্য সম্ভবময় উপকরণ দেয়া হয় । পাশাপাশি এ বৎসর প্রায় ১০ হাজার সদস্যকে আইন শৃংখলা রক্ষা, অস্ত্র চালনা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। গত ১৯৯৯-২০০০ সালে সংগঠনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ সর্বমোট ১১১১ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ বৎসর সংগঠনের তিনজন কর্মকর্তা ইউএনএফপিএ-এর সাহায্য পুষ্ট রিপ্রোডাক্টিভ হেল্থ এ্যান্ড জেন্ডার ইস্যূ প্রকল্পের অধীন গণচীন সফর করেন। এ সময়ে সংগঠনের একজন কর্মকর্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাস দমন বিষয়ক একটি স্বল্প মেয়াদী কোর্স সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত করেন। এছাড়া আগামী ১৭-২৩ শে ফেব্রুয়ারী ২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত উরধ্বধ্র_টভটথণবণর্ভ সংক্রান্ত একটি সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য সংগঠনের একজন কর্মকর্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করবেন।

সারাদেশে উপজেলা পর্যায়ে একটি এবং জেলা পর্যায়ে দু'টি করে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এসব সমাবেশে প্রায় দু'লক্ষ সদস্য-সদস্যা যোগ দেয়। সমাবেশে তারা কাজের উৎসাহ ও দিক নির্দেশনা লাভ করে। সেই সাথে অনেকেই পুরস্কারও পেয়েছে।

উপসংহার ঃ

সে মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষকে সামনে রেখে আনসার ভিডিপি সংগঠন কাজ করে চলেছে, তার সকল কৃতিত্ব এ সংগঠনের সদস্য-সদস্যার। প্রায় ৪৬ লক্ষ সদস্য-সদস্যার এ বিশাল সংগঠন পরিচালনার জন্য রয়েছে সম্পদের সীমাবদ্ধতা। একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে এ সংগঠনের যাবতীয় ব্যয়ভার নির্বাহ করা প্রায় অসম্ভব। প্রতিটি উন্নয়নে নারী-পুরুষের সম অংশীদারিত্বে বিশ্বাসী এ সংগঠনের সাংগঠনিক কাঠামো যতটা শক্তিশালী এবং মজবুত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অন্যকোন সংগঠনে সম্ভাবত সেটা নেই। এ কারণেই একথা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা যায় যে, নির্দেশনার পাশাপাশি ন্যূনতম আর্থিক সহায়তা পেলে এ সংগঠন উন্নয়নের একটি মডেল হিসাবে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম।

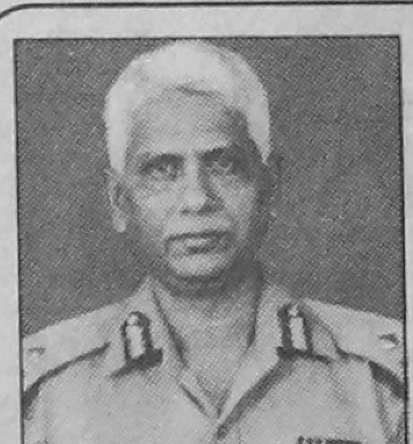

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি।

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল দেশের সর্ববৃহৎ সুশৃংখল সংগঠন হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বাহিনীর দীর্ঘ ঐতিহ্য ও সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে সরকার একে জাতীয় পতাকা প্রদান করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতল এলাকায় আইন-শৃংখলা রক্ষায় আনসার বাহিনী যে ভূমিকা পালন করছে তা সকল মহলের বিপুল প্রশংসা অর্জন করেছে। এটা এ বাহিনীর সদস্যদের নিষ্ঠা ও সাহসিকতার স্বীকৃতি। গ্রাম প্রতিরক্ষা দল সারাদেশে উন্নয়নের এক শান্তিপূর্ণ আন্দোলন পরিচালনা করছে। এ সংগঠনের সদস্য-সদস্যারা তাদের নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং গ্রামোন্নয়নে বলিষ্ঠ অবদান রাখছে। গ্রামের শান্তি শৃংখলা রক্ষা, গণশিক্ষার সম্প্রসারণ, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিকল্পিত পরিবার গঠন, জনস্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন, বৃক্ষ রোপণ, উন্নত চুল্লির ব্যবহার এবং নারীর সচেতনতা, উন্নয়ন ও নারী পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণে এ সংগঠনের সদস্য-সদস্যারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

দেশ গঠন এবং মানব কল্যাণে এ সংগঠনের সকল প্রয়াস জনগণ দ্বারা সমাদৃত হয়েছে। এ ধারায় এ সংগঠন শান্তিপূর্ণ, স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনের মাধ্যমে জাতির জনকের সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়নে অংগীকারাবদ্ধ।

আমি আনসার ভিডিপি দিবস ও ২২তম জাতীয় সমাবেশের প্রাক্কালে সংগঠনের সকল শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং কর্মরত সকল পর্যায়ের সদস্য-সদস্যাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মেজর জেনারেল খোন্দকার মোঃ নুরুন্নবী

সৌজন্যে ঃ সোনালী ব্যাংক জনতা ব্যাংক অগ্রণী ব্যাংক